বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা
তারিখ 11 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

054

৩৯

নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা

পরীক্ষাটা কবে হবে এ প্রশ্ন এককালে অন্ততঃ ছাত্রদের মনে উদয় হয়নি। পরীক্ষা কত দেরীতে আসবে তাই ছিল সেকালের প্রার্থনা এবং কামনা। আজ সে চিত্র পাল্টে গেছে।

এককালে নানা কারণ দেখিয়ে পরীক্ষা পিছাবার দাবীতে মাঝে মাঝে পথে নামত ছাত্ররা। তাও নিত্য নিয়মিত ঘটনা ছিল না। রাজপথে নামলেই পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন হত না। তাই ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার প্রস্তুতি রাখতে হত সর্বকাল।

সে কাল বাসী হয়েছে অনেক আগে। আজকাল ছাত্র-ছাত্রী, অভি-ভাবক-অভিভাবিকা প্রতীক্ষা করে করে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা শেষ হবে। পরীক্ষার তারিখ আবার পিছাবে না তো?

তাহলে পরীক্ষার তারিখ পিছায় কেন। আজকালও কি পরীক্ষার তারিখ পিছাবার জন্য ছাত্রদের হৈচৈ বা মিছিল নেই? নেই কি প্রাকৃতিক বিপর্যয়? কোন ব্যক্তি বা মহলের খেয়াল খুশীতেই কি পরীক্ষার তারিখ পাল্টে যাচ্ছে?

উল্লেখ্য যে পূর্বের মত পরীক্ষার তারিখ পিছাবার দাবী আজো কোন কোন মহলে আছে। তবে আগের মত সোচ্চার নয়। এর চেয়ে বেশী সোচ্চার পরীক্ষার তারিখ না পিছাবার দাবী। নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে। গতবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সব পরিকল্পনা লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। তবুও মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা গ্রন্থি আছে। তাই সবকিছু ঠিক থাকলেও পরীক্ষার তারিখ পিছান যেন একটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ অনার্স পরীক্ষা নিয়ে। এ পরীক্ষার্থীরা প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। এদের তৃতীয় বর্ষে চূড়ান্ত পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ১৯৮৭ সালে। এ পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা বহুবার প্রস্তুতি নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়নি। গত ঈদের পূর্বে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ঈদ বলে পরীক্ষা সরিয়ে আনা হয়েছে আগামী ২৪শে জুলাই। সকল ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন করে প্রস্তুতি নিচ্ছে পরীক্ষার। এখন নাকি শোনা যাচ্ছে ২৪শে জুলাই পরীক্ষা শুরু নাও হতে পারে। কারণ, ঈদের ১০ দিন পরে নাকি পরীক্ষা দিতে কারো কারো অসুবিধা হতে পারে। তাই একদল ছাত্র আবেদন জানিয়েছে পরীক্ষার তারিখ না সরাবার জন্য। তারা চায় ২৪শে জুলাই-ই পরীক্ষা হোক।

এ সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। ১৯৮৭ সালে যে ছাত্রের পরীক্ষায় বসার কথা ছিল ইতিমধ্যে সে অনেক ভুগেছে। ভুগিয়েছে অভিভাবককে। ভবিষ্যত চাকরির বয়স শেষ করে এনেছে। তাই যত তাড়াতাড়ি তাদের পরীক্ষা হয় এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় ততই মঙ্গল। অর্থাৎ এ পরীক্ষার তারিখ সরান না হোক এটাই কাম্য।

পরীক্ষার তারিখ না সরানো, সেশন জট কমিয়ে আনা, সময় মত খাতা দেখে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করার দাবী এখন আর নতুন নয়। নির্ধারিত বা পেছানো পরীক্ষার ফলও যে কবে বেরোবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু এর একটা নিশ্চয়তা বিধান প্রয়োজন।